প্রশ্ন 6 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতির ওপর একটি টীকা লেখো। President in PRC.

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি

জাতীয় গণ-কংগ্রেস দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন বলে সংবিধানের 79 নং ধারায় বলা হয়েছে। ভোটাধিকার আছে এমন যে-কোনো চিনা-নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে পারেন। প্রার্থীকে অন্তত পক্ষে 45 বছর বয়স্ক হতে হবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল নির্ধারিত হয়েছে 5 বছর। তবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে 2 বারের বেশি ক্ষমতাসীন থাকতে পারবে না বলে সংবিধানের 79 নং ধারায় বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের 1982 সালের সংবিধানের 80 নং এবং 81 নং ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত কাজগুলিকে দুভাবে ভাগ করা যায়। যথা—জাতীয় কার্যাবলি এবং আন্তর্জাতিক কার্যাবলি।

[1] **জাতীয় কার্যাবলি (80 নং ধারা):** চিনের রাষ্ট্রপতি জাতীয় গণ-কংগ্রেস অথবা জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব কাজ করতে পারেন সেগুলি হল—

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি আইন জারি করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রীগণ, স্টেট কাউন্সিলারগণ, মন্ত্রীগণ, কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ, অডিটর জেনারেল, স্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল প্রমুখদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় পদক ও সাম্মানিক দিতে পারেন।

চতুর্থত, তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক্ষমা' দেখানোর আদেশ দিতে পারেন।

পঞ্চমত, চিনের রাষ্ট্রপতি সামরিক আইন জারি করতে পারেন।

পরিশেষে, তিনি সৈন্য মোতায়েনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

[2] **আন্তর্জাতিক কার্যাবলি (81 নং ধারা):** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের 81 নং ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এগুলি হল—

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি দেশের পক্ষ থেকে বিদেশি কূটনীতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্যদেশে রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করেন ও প্রত্যাহার করেন।

তৃতীয়ত, চিনের রাষ্ট্রপতি অন্যদেশের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সম্পাদন করেন; প্রয়োজনে তিনি চুক্তি বাতিলও করতে পারেন।

উপসংহার: উপসংহারে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি জাতীয় গণ-কংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 2 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রধানমন্ত্রীর ওপর একটি টীকা লেখো। Prime Minister/Premier

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান রাষ্ট্রীয় পরিষদের অর্থাৎ গণসরকারের শীর্ষে। তাঁকেই চিনের সরকারের কেন্দ্রবিন্দু বলে ধরা হয়। তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যাবলি তাঁর নির্দেশেই সম্পাদিত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে উপপ্রধানমন্ত্রীগণ ও রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলারগণ সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করা প্রধানমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়তন বড়ো হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন উপপ্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলার এবং সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে একটি ক্ষুদ্রতর পরিষদ বা ক্যাবিনেট গঠন করেন। চিনের সরকারের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে এই ক্যাবিনেট কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্যাবিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত নীতিসমূহকে রাষ্ট্র পরিষদের অন্যান্য সদস্যকে মেনে চলতে হয়।

চিনের প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন সরকারের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন, অন্যদিকে তেমনই তিনি সরকারের নেতা হিসেবে কাজ করেন। জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির কোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, চিনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থায় তাঁর কীরূপ ভূমিকা হবে তা নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর অবস্থান কেমন তার ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, চৌ-এন লাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী একজন কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন, যার জন্য তিনি আজীবন প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। এর থেকেই এ কথা বোঝা যায় যে চিনের প্রধানমন্ত্রীর পদটি পার্টিগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

39 একজন প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন উপপ্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলারগণ, ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রীগণ, একজন প্রধান পরীক্ষক, একজন সাধারণ সম্পাদক প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয়—

State Council.

Ⓐ রাষ্ট্রীয় পরিষদ Ⓑ পলিটব্যুরো

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 5 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূমিকা আলোচনা করো।

◆ উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ হল কেন্দ্রীয় গণ-সরকার। এই পরিষদ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা। 1982 সালে রচিত গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 89 নং ধারায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের যেসব কার্যাবলির উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল—

[1] সংবিধান ও আইনের শর্ত অনুসারে রাষ্ট্রীয় পরিষদ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে, প্রশাসনিক নিয়মসমূহ প্রণয়ন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আদেশ জারি করে।

[2] রাষ্ট্রীয় পরিষদ জাতীয় গণ-কংগ্রেস বা স্থায়ী কমিটির কাছে নানা বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করে।

[3] রাষ্ট্রীয় পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল বিভিন্ন মন্ত্রী দফতর ও কমিশনসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলিকে ঠিক করা।

[4] স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সকল স্তরের কার্যাবলির ওপর রাষ্ট্রীয় পরিষদ নেতৃত্ব দেয়।

[5] দেশের অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়নের উপযোগী বিভিন্ন পরিচালনা এবং বাজেট তৈরি করা ও কার্যকর করা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যাবলির অন্তর্গত।

[6] রাষ্ট্রীয় পরিষদ নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিষয়, শহর ও গ্রামের উন্নয়নের উপযোগী নানান বিষয়ে নির্দেশ দেয় এবং তা বাস্তবায়িত করে।

[7] শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজে নেতৃত্ব দেওয়া এবং কাজগুলি পরিচালনা করা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যাবলির অন্তর্গত।

[8] রাষ্ট্রীয় পরিষদ নানা ধরনের পৌরকাজ, জনগণের নিরাপত্তা এবং বিচারালয় সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও তদারকিমূলক কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় এবং সেগুলি পরিচালনা করে।

[9] বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং অন্য দেশের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি সম্পর্কিত কাজগুলি রাষ্ট্রীয় পরিষদ পরিচালনা করে।

[10] দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[11] রাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশ দান করে এবং সেগুলি বাস্তবায়িত করে। তা ছাড়া সংখ্যালঘু জাতিগুলির মধ্যে সমান অধিকার স্থাপন ও জাতীয় স্বশাসিত এলাকাগুলির স্বাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালন করে।

Role + Composition pg 193.

State Council

Composition — pg 199 Q 39.

Scanned with CamScanner

[12] প্রবাসী চিনা নাগরিকদের ন্যায়সংগত অধিকার এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করা রাষ্ট্রীয় পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। যে সমস্ত চিনা নাগরিক বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে সমস্ত চিনা নাগরিক বিদেশে বসবাস করে তাদের সকলের পরিবার পরিজনদের ন্যায়সংগত অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাজ।

[13] বিভিন্ন মন্ত্রী দফতর ও কমিশন যদি অসংগত কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করে তাহলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ সেগুলিকে পরিবর্তন করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তা বাতিল করতে পারে।

[14] রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সংস্থাগুলি যদি কোনো অসংগত সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ সেগুলিকে পরিবর্তন ও বাতিল করতে পারে।

[15] প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত পৌরসভাগুলির আঞ্চলিক বিভাজনকে রাষ্ট্রীয় পরিষদ অনুমোদিত করে। এ ছাড়াও স্বয়ংশাসিত প্রিফেকচার, কাউন্টি ও স্বশাসিত কাউন্টি, শহর নির্মাণ ও আঞ্চলিক বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনুমোদন করে।

[16] প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চলসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেসব পৌরসভাকে সরাসরি পরিচালনা করে সেইসব এলাকায় সামরিক আইন বলবৎ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

[17] রাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসম্মতভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার আকার অনুসারে প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিযুক্তি, পদচ্যুতি, প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ছাড়াও তাদের কাজগুলির মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার দান বা প্রয়োজনে শাস্তি প্রদান করতে পারে।

[18] এইসব কাজ ছাড়াও জাতীয় গণ-কংগ্রেস অথবা তার স্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে সেগুলিকে যথাযথভাবে পালন করতে হয় এবং প্রয়োজন ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে হয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত কাজগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিষদ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে। যেমন—এমন কিছু বিশেষ সংস্থা আছে, যেগুলির কাজকর্ম রাষ্ট্রীয় পরিষদ পরিচালনা করে। এই সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—[1] শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় ব্যুরো, [2] রাষ্ট্রীয় প্রকাশন সংস্থার প্রশাসন, [3] রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner